Silah Rehmi

বন্ধন রক্ষা করা
আত্মীয়তার

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

Books.dawateislami.net

আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

দরূদ শরীফের ফযীলত

রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সাম, নবী মুকার্‌রম, শাহে বনী আদম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **ইরশাদ করেছেন:** "হে লোকেরা! নিশ্চয় কিয়ামতের দিনের ভয়াবহতা এবং হিসাব নিকাশ থেকে তাড়াতাড়ি মুক্তি পাবে সেই ব্যক্তি, যে তোমাদের মধ্যে আমার উপর দুনিয়াতে অধিক হারে দরূদ শরীফ পাঠ করে থাকে।"

(আল ফিরদৌস বিমাসুরিল খাত্তাব, ৫ম খন্ড, ২৭৭ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৮১৭৫)

পড়তা রহো কছরত ছে দুরূদ উনপে ছদা ম্যায়,
আওর যিকির কা ভি শওক পায়ে গাউছ ও রযা দে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শুনার নিয়্যত সমূহ

✻ দৃষ্টিকে নত রেখে খুব মনোযোগ সহকারে বয়ান শুনব। ✻ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে ইলমে দ্বীনের সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'জানু হয়ে বসব। ✻ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্যদের জন্য জায়গা প্রশস্ত করে দিব। ✻ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্য ধারণ করব, অমনোযোগী হওয়া, ধমক দেয়া এবং বিশৃংখলা থেকে বেঁচে থাকব।

www.dawateislami.net

✻ تُوْبُوْا اِلَى الله, اُذْكُرُ الله, صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে জবাব দিব। ✻ বয়ানের পর নিজে আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান করার নিয়্যত সমূহ

✻ হামদ ও সালাত এবং মাদানী পরিবেশে পড়ানো হয় এমন দরূদ ও সালাম পড়াব। ✻ দরূদ শরীফের ফযীলত বলে صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! বলব, তখন নিজেও দরূদ শরীফ পাঠ করব এবং অন্যান্যদেরকেও পড়াব। ✻ সুন্নী আলিমের কিতাব থেকে পাঠ করে বয়ান করব। ✻ ১৪ পৃরার সূরা নাহল ১২৫ নং আয়াত: اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ (কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আপন প্রতিপালকের পথের দিকে আহ্বান করো পরিপক্ক কলাকৌশল ও সদুপদেশ দ্বারা) এবং বুখারী শরীফের (৪৩৬১নং হাদীসে) বর্ণিত এই **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: بَلِّغُوْا عَنِّيْ وَلَوْ اٰيَةً "অর্থাৎ- আমার পক্ষ থেকে পৌছিয়ে দাও যদিও একটি মাত্র আয়াত হয়।" এতে প্রদত্ত আহকামের অনুসরণ করব। ✻ সৎকাজের নির্দেশ দিব এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করব। ✻ কবিতা পাঠ করতে এমনকি আরবী, ইংরেজী এবং কঠিন শব্দাবলী বলার সময় অন্তরের ইখলাছের প্রতি খেয়াল রাখব অর্থাৎ- নিজের জ্ঞানের ভাব প্রকাশ করা উদ্দেশ্য হলে তবে বলা থেকে বেঁচে থাকব। ✻ মাদানী কাফেলা, মাদানী ইন্‌আমাত, এমনকি এলাকায়ী দাওরা বারায়ে নেকীর দাওয়াত ইত্যাদির উৎসাহ প্রদান করব। ✻ অট্টহাসি দেয়া এবং অট্টহাসি হাসানো থেকে বেঁচে থাকব। ✻ দৃষ্টিকে হিফাজত করার জন্য যতটুকু সম্ভব দৃষ্টিকে নত রাখব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আত্মীয়-স্বজনদের পক্ষ থেকে যখন মারাত্মক দুঃখ পায়

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর লিখিত বড় কিতাব "নেকীর দাওয়াতে" বর্ণিত রয়েছে:

আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দীক رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ কে তাঁর খালাত ভাই গরীব ও নিঃস্ব, মুহাজির, বদরী সাহাবী হযরত সায়্যিদুনা মিসতাহ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ (যাঁর ব্যয় তিনি বহন করতেন) তার পক্ষ থেকে খুবই দুঃখ পেলেন। দুঃখ হল: তিনি আমীরুল মু'মিনীনের প্রিয় কন্যা অর্থাৎ- উম্মুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়িশা সিদ্দীকা তায়্যিবা তাহেরা رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا এর উপর অপবাদ লেপনকারীদের সাথে একমত পোষণ করেছিলেন। এতে হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ তাঁকে (হযরত মিসতাহ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ) খরচ না দেয়ার কসম করে ফেললেন। তখন ১৮ পারার সূরা নূরের ২২ নম্বর আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

وَ لَا يَاْتَلِ اُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَ السَّعَةِ اَنْ يُّؤْتُوْۤا اُولِی الْقُرْبٰى وَ الْمَسٰكِیْنَ وَ الْمُهٰجِرِیْنَ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ ۪ۖ وَ لْیَعْفُوْا وَ لْیَصْفَحُوْا ؕ اَلَا تُحِبُّوْنَ اَنْ یَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ ؕ وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ ﴿۲۲﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: "এবং তারা যেন শপথ না করে যারা তোমাদের মধ্যে মর্যাদাবান ও সামর্থ্যবান, আত্মীয়-স্বজন, মিসকিন এবং **আল্লাহ্‌র** রাস্তায় হিজরতকারীদের দান না করার এবং তাদের উচিত যেন ক্ষমা করে দেয় এবং দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করে। তোমরা কি একথা পছন্দ কর না যে, **আল্লাহ্** তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন আর **আল্লাহ্** ক্ষমাশীল দয়ালু।"

আয়াতটি যখন **নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পাঠ করলেন, তখন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দীক رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ বললেন: নিশ্চয় আমার আশা হচ্ছে যেন, **আল্লাহ্ তাআলা** আমাকে ক্ষমা করেন, আর আমি মিস্‌তাহের رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ সাথে যে সদাচার করতাম, তা কখনও বন্ধ করবনা। অতএব, তিনি رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ তাঁর জন্য আর্থিক সাহায্য-সহয়োগিতা (পুনরায়) চালু করে দিলেন।

(খাযায়িনুল ইরফান, ১৫৬৩ পৃষ্ঠা। নেকীর দাওয়াত)

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ তাঁর খালাত ভাই (অর্থাৎ **Cousin**) হযরত সায়্যিদুনা মিসতাহ বিন উসাসাহ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ কে সম্পর্ক ছিন্ন করার শপথ করেছিলেন। কিন্তু যখন এই আয়াতে মোবারকা অবতীর্ন হলো, তখন তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ **আল্লাহ্ তাআলার** সন্তুষ্টির জন্য হযরত সায়্যিদুনা মিসতাহ বিন উসাসাহ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ কে ক্ষমা করে দিলেন। চিন্তা করুন! যদি এমন পরিস্থিতি আমাদের কাছে আসে, তখন আমরা এরূপ ব্যক্তির সাথে কথাবার্তা, মেলামেশা এমনকি সালাম দেয়া পর্যন্ত বন্ধ করে দিই বরং আমরাতো ছোট-খাটো কথাবার্তায় আত্মীয়-স্বজন থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করি। সুন্দর আচরণ অর্থাৎ ভালো ব্যবহার থেকে বিরত থাকি, আর কথাবার্তা বন্ধ করে দিই। আমাদের সকলের চিন্তা করা উচিত যে, পরিবারে কার কার সাথে মনমালিন্য রয়েছে, তখন জানা হয়ে যাবে যে, যদি শরয়ী কোন প্রতিবন্ধকতা না থাকে, তবে তাড়াতাড়ি আত্মীয়-স্বজনদের সংশোধন ও আপোষের ব্যবস্থা শুরু করে দিন। যদি নতও হতে হয়, তাহলে নিঃসন্দেহে **আল্লাহ্ তাআলার** সন্তুষ্টির জন্য নত হয়ে যান, اِنۡ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ সুউচ্চ মর্যাদা পাবেন। **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "مَنۡ تَوَاضَعَ لِلّٰہِ رَفَعَهُ اللّٰہُ অর্থাৎ যে **আল্লাহ্ তাআলার** (সন্তুষ্টির) জন্য বিনয়ী হয়, **আল্লাহ্ তাআলা** তাকে সুউচ্চ (মর্যাদা প্রদান) করেন।" (শুয়াবুল ঈমান, ৬ষ্ঠ খন্ড, ২৭৬ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৮১৪০) নিজের বেষ্টনীতে ও সমাজ নিরাপত্তার বেষ্টনীতে পরিণত করতে নিজের নিকট আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সুন্দর আচরণ ও আত্মীতার সম্পক সুরক্ষিত করবে অভ্যাস গড়ুন। আর যতটুকু সম্ভব সম্পর্ক ছিন্ন করা থেকে বাঁচার চেষ্টা করুন। কেননা, অন্যান্য গুনাহের বোঝা শুধুই গুনাহকারীর উপর আসে, কিন্তু আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার পরিমাণ পুরো সম্প্রদায়কে **আল্লাহ্ তাআলার** রহমত থেকে বঞ্চিত রাখে।

আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার ব্যাপারে কুরআনের হুকুম

আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতিম, অসহায়দের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করার হুকুম দিয়েছেন। যেমন- ২১ পারা সূরা রুম-এর ৩৮নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

فَاٰتِ ذَاالْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَ الْمِسْكِيْنَ وَ ابْنَ السَّبِيْلِ ؕ ذٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ ۖ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿۳۸﴾

<u>কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ</u>: সুতরাং আত্মীয়কে তার প্রাপ্য দাও এবং মিসকীন ও মুসাফিরকে এটা উত্তম তাদের জন্য, যারা **আল্লাহ্**র সন্তুষ্টি চায় এবং তারাই সফলকাম।

প্রসিদ্ধ মুফাস্সীর, হাকীমুল উম্মত, মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এই আয়াতে করীমার ব্যাপারে বলেন: এই আয়াতে করীমা সমস্ত আত্মীয়-স্বজনদের হক আদায় করার হুকুম দিচ্ছে। এ থেকে বুঝা গেলো; প্রত্যেক আত্মীয়ের হক রয়েছে। এতে সমস্ত আত্মীয়-স্বজন সম্পৃক্ত, আর এই আয়াত থেকে এটাও বুঝা গেলো; আত্মীয়-স্বজনদের সাথে ভালো আচরণ, দান-খয়রাত, প্রথা ও আনুষ্ঠানিকতার ধারাবাহিকতার জন্য করবেন না। যদি করেন, তবে শুধু মাত্র **আল্লাহ্ তাআলা**র সন্তুষ্টির জন্য করবেন, তখন সাওয়াবের অধিকারী হবে। অন্য আর এক জায়গায় **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন:

وَ اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِیْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَ الْاَرْحَامَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَیْكُمْ رَقِیْبًا ﴿۱﴾

<u>কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ</u>: এবং **আল্লাহ্**কে ভয় করো। যার নাম নিয়ে যাঞ্চা করো আর আত্মীতার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখো। নিশ্চয়ই **আল্লাহ্** সর্বদা তোমাদের দেখছেন। (পারা- ৪, সূরা- নিসা, আয়াত- ১)

প্রসিদ্ধ মুফাস্সীর, হাকীমুল উম্মত, মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এই আয়াত প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন: মুসলমানদের নিকট যেমনি ভাবে নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত ইত্যাদি জরুরী, তেমনি ভাবে আত্মীয়-স্বজনদের সাথে ভালো আচরণ করা খুবই উপকারী। আরো বলেন: নিজের আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সুন্দর আচরণ করা খুবই ফলদায়ক। দুনিয়াতেও রয়েছে আখিরাতেও এর দ্বারা জীবন-মৃত্যু, আখিরাত সবকিছু সফল হয়ে যায়। (তাফসীরে নঈমী, ৪র্থ খন্ড, ৪৫৬ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে আমাদের নিকট আত্মীয়-স্বজনদের সাথে ভাল আচরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। এটাকে এভাবে বুঝে নিন, যদি বর্তমান সরকার কাউকে কোন কাজ করতে নিষেধ করে এবং ঐ অপরাধের অপরাধীকে শাস্তির ঘোষণা করে, তবে কোন বুদ্ধিমান লোক জেনে বুঝে ঐ কাজটি কখনো করবে না এবং এর থেকে বাঁচার চেষ্টা করবে। একটু চিন্তা করুন, আমরা এক দুনিয়াবী বিচারকের নিষেধের অপরাধকে ভয় করি, কিন্তু **যিনি রাব্বুল আলামীন যিনি আহকামুল হাকিমীন** আমাদের ভাল-মন্দের মালিক। আমাদের জীবন মরণ যার কুদরতী হাতে, এমনি শক্তিশালী সত্তার হুকুম সমূহের বিরোধীতা করাটা কেমন বোকামী? আত্মীয়তার বন্ধনের এমন গুরুত্ব রয়েছে যে, যদি কেউ নিজ আত্মীয়-স্বজনের সাথে ভালো আচরণ না করার শপথ করে ফেলে, তবে এমন পরিস্থিতিতেও আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করার হুকুম রয়েছে এবং কসমের কাফ্ফারাও দিতে হবে।

কসম ভেঙ্গে ফেলো!

হযরত সায়্যিদুনা আবুল আহওয়াছ আউফ বিন মালিক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন; তার পিতা বলেন: আমি আরয করলাম: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনি এ ব্যাপারে কি বলেন? আমি আমার চাচাতো ভাইয়ের কাছে থেকে কিছু চাইলে তবে সে কিছু দেয় না এবং আত্মীয়তার বন্ধনও রক্ষা করে না। আর যখন তার নিকট আমার প্রয়োজন হয়, তখন সে আমার কাছে আসে এবং আমার কাছে কিছু চায়। অথচ আমি কসম করেছি যে, আমি তাকে কিছু দিবো না এবং আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করবো না। তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে নির্দেশ দিলেন: "যে কাজ উত্তম তা করো আর কসমের কাফ্ফারা দিয়ে দাও।" (নাসায়ী, ৬১৯ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩৭৯৩)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এখানে এ কথাটা অন্তরে গেঁথে রাখুন যে, যদি কেউ অন্যায়ভাবে কষ্ট দেয়া, সম্পর্ক নষ্ট করা বা কারো হক আদায় না করার জন্য কসম করে ফেলে, তখন ঐ কসমকে ভেঙ্গে তার কাফ্ফারা দিতে হবে। এ কসমকে পূর্ণ করা গুনাহ। যেমন-

সব থেকে বড় গুনাহ

রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যদি কোন ব্যক্তি তার পরিবারের সদস্যদের ক্ষতি সাধন করার জন্য কসম করে, তবে **আল্লাহ্ তাআলার** কসম! তাদেরকে কষ্ট দেওয়া এবং কসম পূর্ণ করা **আল্লাহ্ তাআলার** নিকট বড় গুনাহ। এর থেকে সে তার কসমের পরিবর্তে কাফ্‌ফারা দিবে, যা **আল্লাহ্ তাআলা** তার জন্য নির্ধারণ করে রেখেছেন।"

(বুখারী, কিতাবুল ঈমান ওয়ান নযর, বাব কওলুল্লাহি তাআলা, ৪/২৮১, হাদীস- ৬৬২৫)

প্রসিদ্ধ মুফাস্‌সীর, হাকীমুল উম্মত, মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এ হাদীস শরীফের ব্যাপারে বর্ণনা করেন; অর্থাৎ যে ব্যক্তি তার ঘরের সদস্যের কারো হক নষ্ট করার জন্য কসম করে। উদাহরণস্বরূপ- আমি আমার মায়ের সেবা করবো না বা বাবা-মার সাথে কথা বলবো না এই ধরণের কসম পূর্ণ করা গুনাহ। তার উপর ওয়াজীব হচ্ছে; এ ধরণের কসম ভঙ্গ করবে, আর পরিবারের সদস্যদের হক আদায় করবে। মনে রাখবেন! এখানে এটা উদ্দেশ্য নয় যে, এ কসম পূর্ণ না করাটা গুনাহ, কিন্তু পূর্ণ করাটা আরো বেশি বড় গুনাহ। বরং উদ্দেশ্য এটাই যে, এ ধরণের কসম পূর্ণ করাটা অনেক বড় গুনাহ। পূর্ণ না করাতে সাওয়াব রয়েছে, যদিও কসম ভঙ্গ করার দ্বারা **আল্লাহ্ তাআলার** নামের বেয়াদবী হয়ে থাকে। এজন্য তার উপর কাফ্‌ফারা ওয়াজীব হয়ে যায়, কিন্তু এখানে কসম ভঙ্গ না করা অধিক গুনাহের কারণ। (মিরআতুল মানাজীহ, ৫/১৯৮)

আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করার উদ্দেশ্য:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করার গুরুত্ব তো আমরা শুনলাম। আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা কাকে বলে? আসুন! এর পরিচিতিটাও শুনি صِلَه এর শাব্দিক অর্থ- اِيْصَالُ نَوْعٍ مِّنْ اَنْوَاعِ الْاِحْسَانِ অর্থাৎ যে কোন ধরণের কল্যাণ ও দয়া করা। (আয্‌যাওয়াজির, ২/১৫৬) আর رِحْم দ্বারা উদ্দেশ্য নৈকট্য, আত্মীয়তা। (লিসানুল আরব, ১/১৪৭৯) বাহারে শরীয়াতের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্কের অর্থ সম্পর্কের বন্ধন রক্ষা করা। অর্থাৎ আত্মীয়দের সাথে নেকী ও ভালো আচরণ করা।

(বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ৫৫৮ পৃষ্ঠা)

সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা, হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বলেন: সমস্ত উম্মত এ কথার উপর একমত যে, আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা ওয়াজীব, আর সম্পর্ক ছিন্ন করা হারাম। হাদীস সমূহের মধ্যে কোন প্রকার শর্ত ছাড়াই আত্মীয়দের সাথে ভালো আচরণ করার হুকুম এসেছে। কুরআন শরীফের মধ্যে কোন প্রকার শর্ত ছাড়াই আত্মীয়তার বন্ধন নির্দেশ করা হয়েছে। কিন্তু এ কথা অবশ্যই যে, সম্পর্কের বিভিন্ন পর্যায় রয়েছে, তেমনি ভাবে আত্মীয়-স্বজনদের সাথে ভালো আচরণের পর্যায়ের মধ্যেও পার্থক্য রয়েছে। বাবা-মার মর্যাদাটা সবচেয়ে বড়, তাদের পরে ঐসব আত্মীয়-স্বজন যাদের সাথে বংশীয় ভাবে সম্পর্ক হওয়ার কারণে সব সময়ের জন্য বিয়ে হারাম, এর পর অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন। সম্পর্কের পর্যায় অনুসারে আত্মীয়-স্বজনের সাথে ভালো আচরণের পর্যায়টাও ভিন্ন। উদাহরণস্বরূপ- তাদের হাদিয়া, উপহার দেওয়া ইত্যাদি এবং তাদের কোন কথায় তোমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়, তবে তাদের সাহায্য করা। তাদের সালাম করা, তাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে যাওয়া। তাদের সাথে চলাফেরা করা, তাদের সাথে কথা বলা, তাদের সামনে খুব নম্র ও বিনয়ী ভাবে উপস্থীত হওয়া। যদি ব্যক্তিটি বিদেশে থাকে, তবে আত্মীয়-স্বজনদের কাছে চিঠি পাঠাবে। তাদের কাছে চিঠি লিখা বহাল রাখবে, যাতে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন না হয়। আর যদি সম্ভব হয় দেশে আসবে এবং আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সম্পর্ক তাজা করবে। এমন করলে ভালবাসা বৃদ্ধি পাবে। (বর্তমানে চিঠি লিখার প্রচলন খুব কম, এজন্য ফোন, ইন্টারনেটের মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করবে। উদ্দেশ্য হলো, একে অপরের সম্পর্কটা অটুট রাখা, তা যে কোন ভাবেই হোক।) (বাহারে শরীয়াত, ১৬তম খন্ড, ৩/৫৫৮)

আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সম্পর্ক মজবুত করুন!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপন আত্মীয়-স্বজনদের সাথে ভালো আচরণের পাশাপাশি তাদের সাথে সম্পর্কের মধ্যে সব সময় খেয়াল রাখা। তাদের সাহায্য ও সেবা-যত্ন করা, সুখ-দুঃখে তাদের সাথে অংশীদার হওয়া। উৎসব ও খাবারের আয়োজনে তাদেরকে দাওয়াত করা, তাদের দাওয়াতে অংশগ্রহণ করা। এভাবে অন্যান্য সব ভালো কাজ আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত।

আত্মীয়দের সাথে ভালো আচরণের দ্বারা উদ্দেশ্য এটা নয় যে, সে তোমার সাথে ভালো আচরণ করে তুমিও কারো, প্রকৃত পক্ষে বিষয়টা অদল-বদল। সে তোমার কাছে জিনিস পাঠালো তুমিও তার কাছে জিনিস পাঠালে, সে তোমার কাছে আসলো তুমিও তার কাছে গেলে। প্রকৃত পক্ষে আত্মীয়দের সাথে ভালো আচরণ হলো এটাই, সে ভাঙ্গে তুমি জোড়া লাগাও। সে তোমার কাছ থেকে আলাদা থাকতে চায়, গুরুত্ব দেয় না, আর তুমি তার সাথে আত্মীয়তার হকের দিকে মনযোগ দাও।

(রদ্দুল মুহতার, ৯ম খন্ড, ৬৭৮ পৃষ্ঠা। নেকী দাওয়াত)

আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষার বাস্তবতা:

তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "সম্পর্ক রক্ষাকারী সে নয়, যে এই অদল-বদলটি করে। কিন্তু সম্পর্ক রক্ষাকারী সে, যখন তার সাথে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়, কিন্তু সে তা সংযুক্ত করে।" (বুখারী, কিতাবুল আদব, বাব লাইসাল ওয়াছিল বিল মাকাফি, ৪/৯৮, হাদীস- ৫৯৯১) অন্য আর এক হাদীসে পাকে রয়েছে: "ঐ সমস্ত লোকদের সাথে একত্রিত হয়ো না, যারা এটা বলে যদি মানুষ আমাদের সাথে ভালো ব্যবহার করলে আমরাও ভাল আচরণ করবো এবং যদি মানুষ আমাদের প্রতি অত্যাচার করে, তবে আমরাও প্রতিশোধ মূলক অত্যাচার করবো। বরং নিজেকে এ কথার অভ্যস্ত করুন যে, মানুষ যদি ভালো আচরণ করে তবে তোমরাও তার সাথে ভালো আচরণ করো, আর যদি লোকেরা তোমার সাথে খারাপ আচরণ করে তখনো তোমরা জুলুম করো না।"

(তিরমিযী, কিতাবুল বিররে ওয়াস ছিলাহ, বাব মা-জা ফিল ইহসান ওয়াল আপ'য়ু, ৩/৪০৫, হাদীস- ২০১৪)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উভয় হাদীস যা এইমাত্র আমরা শুনলাম, তা থেকে জানতে পারলাম যে, আত্মীয়তার বন্ধনের সঠিক উদ্দেশ্য হলো এটাই যে, যদি আমাদের উপর জুলুমও করে তার পরও আমরা তাকে ক্ষমা করে দিবো। আমাদের উচিৎ, যদি আমাদের ঐ আত্মীয় যে আমাদের কাছ থেকে বিমুখ হয়ে রয়েছে, বছরের পর বছর সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে অথবা সামান্য কথাতে সম্পর্ক ছিন্ন করে রেখেছে তবে আমাদের তাদেরকে গিয়ে বুঝানো উচিৎ এবং ক্ষমা চাওয়া উচিৎ।

www.dawateislami.net

এটা বাস্তব যে, এগুলো আমাদের নফসের জন্য খুব কঠিন হবে, আর শয়তান কখনো একে অপরের মাঝে মীমাংশা করতে দিবে না এবং আমাদের মনে বিভিন্ন ধরণের কুমন্ত্রণা দিবে যে, কেন আমি এর ঘরে যাবো? যে আমাদের ঘরে পা রাখতে চায় না বা যে আমাদের দাওয়াত প্রত্যাখান করে, আমরা কেন তার দাওয়াত গ্রহণ করবো? যে আমদের কারো নিকটেই আসতে চায়না, আমরা কিভাবে তার কাছে যেতে পারি? প্রত্যেকবার আমরাই কেন প্রথমবার কববো? শেষ পর্যন্ত আমরা কতটুকু নিচু হবো? ইত্যাদি ইত্যাদি। এ ধরণের অনেক কুমন্ত্রণা মনে আসবে, কিন্তু মনে রাখবেন! এটা পরীক্ষার সময়, আমরা নিজের নফসের কথা শুনে নিজের আখিরাত নষ্ট করছি নাকি নিজের নফসকে দমন করে **আল্লাহ্ তাআলা** ও **তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর হুকুম সমূহের উপর আমল করে নিজের আখিরাতের সর্বোত্তম সরঞ্জাম তৈরী করছি। এজন্য সাহস করুন, শয়তানের বিরোধীতা করুন এবং আত্মীয়তার বন্ধনের সাওয়াব পাওয়ার নিয়্যতে নিজের অসন্তুষ্ট আত্মীয়দের সন্তুষ্ট করার পাকাপোক্ত ইচ্ছা করুন।

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ একবার **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, মক্কী মাদানী হাশেমী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর হাদীস শরীফ শুনাচ্ছিলেন। ঐ মুহুর্তে বললেন: সব ধরণের সম্পর্ক বিচ্ছিন্নকারী আমাদের এই মাহফিল থেকে উঠে যাও। একজন যুবক উঠে তার ফুফীর কাছে গেলো, যার সাথে তার অনেক বছরের পুরানো ঝগড়া ছিলো। যখন তারা একে অপরে সন্তুষ্ট হয়ে গেলো, তখন ফুফী ঐ যুবককে বলল: তুমি গিয়ে এর কারণ জিজ্ঞাসা করো, কেন এ ধরণের হলো? (অর্থাৎ সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কেন এ ধরণের ঘোষণা দিলেন?) যুবকটি উপস্থিত হয়ে যখন জিজ্ঞাসা করলো, তখন হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বললেন: আমি **নবীয়ে রহমত, শফীয়ে উম্মত, মাহবুবে রাব্বুল ইজ্জত** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর কাছ থেকে এটা শুনেছি: "যে সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্ক বিচ্ছিন্নকারী থাকে, ঐ সম্প্রদায়ের উপর **আল্লাহ্ তাআলা**র রহমত অবতীর্ণ হয় না।"

(আয্যাওয়াজির আন ইকতিরাফিল কাবায়ির, ২য় খন্ড, ৩৫১ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

আত্মীয়তার বন্ধন সুরক্ষিত রাখার ফযীলত

আসুন! উৎসাহের জন্য আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষার ফযীলতের ব্যাপারে **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ৩টি বাণী শুনি:

(১) "যে চায় তার রিযিক প্রসস্ত করে দেয়া হোক এবং তার মৃত্যু দেরীতে হোক, তবে সে যেনো আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করে।"

(বুখারী, কিতাবুল আদব, বাব মান বাছাতা লাহু ফির রিযকি, ৪/৯৭, হাদীস- ৫৯৮৫)

(২) "সম্পর্ক সংযুক্ত করলে ঘরের সদস্যদের মঝে ভালবাসা সৃষ্টি হয়, সম্পদে বরকত হয়, আয়ু বৃদ্ধি পায়।"

(তিরমিযী, কিতাবুল বিররি ওয়াছ ছিলাহ, বাব মা-জা ফি তালিমুন্নসব, ৩/৩৯৪, হাদীস- ১৯৮৬)

(৩) "নিঃসন্দেহে **আল্লাহ্ তাআলা** এক সম্প্রদায়ের কারণে দুনিয়াকে উজ্জীবিত রাখেন এবং তাদের কারণে সম্পদ বৃদ্ধি করেন, আর যখন থেকে তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তাদের প্রতি অসন্তুষ্টির দৃষ্টিতে তাকাননি।" আরয করা হলো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! তা কি কারণে? ইরশাদ করলেন: "তারা তাদের আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক সুরক্ষিত রাখার কারণে।"

(আল মু'জামুল কবীর, ১২তম খন্ড, ৬৭ পৃষ্ঠা, নং- ১২৫৫৬)

আত্মীয়তার বন্ধন সুরক্ষিত রাখার ১০টি উপকারীতা

হযরত সায়্যিদুনা ফকীহ আবুল লাইস সমরকন্দি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: আত্মীয়তার বন্ধন সুরক্ষিত রাখার ১০টি উপকারীতা রয়েছে: ❁ **আল্লাহ্ তাআলার** সন্তুষ্টি অর্জন হয়। ❁ মানুষের খুশীর কারণ হয়। ❁ ফিরিস্তারা খুশী হয়। ❁ মুসলমানদের পক্ষ থেকে ঐ ব্যক্তির প্রশংসা করা হয়। ❁ শয়তান এতে কষ্ট পায়। ❁ বয়স বৃদ্ধি পায়। ❁ রিযিকে বরকত হয়। ❁ মৃত মুসলমান বাপ-দাদারা খুশী হন। ❁ একে অপরের প্রতি ভালবাসা বৃদ্ধি পায়। ❁ মৃত্যুর পর তার সাওয়াব বেড়ে যায়। কেননা, লোকেরা তার ব্যাপারে কল্যাণের দোয়া করে থাকে।

(তাম্বীহুল গাফেলীন, ৩৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

সম্পর্ক ছিন্ন করার কারণ, খারাপ ধারণাঃ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আত্মীয়তার বন্ধন অর্থাৎ আপন আত্মীয়দের সাথে ভাল আচরণ করার মধ্যে সম্মান মর্যাদা, আখিরাতের মুক্তি, **আল্লাহ্ তাআলার** সন্তুষ্টি, রিযিক বৃদ্ধি এবং হায়াত বৃদ্ধির সাথে সাথে আরো অনেক বরকত রয়েছে। অথচ সম্পর্ক নষ্ট করার মধ্যে **আল্লাহ্ তাআলার** অসন্তুষ্টি এবং আখিরাতের ধ্বংসের পাশাপাশি দুনিয়াবী ক্ষতিও অনেক। সাধারণত আত্মীয়তার সম্পর্ক নষ্ট হওয়ার কারণ ভালো ধারণার কমতি ও খারাপ ধারণার আধিক্যতা। আফসোস! আমাদের সমাজে সন্দেহের ভিত্তিতে একে অপরের প্রতি খারাপ ধারণার প্রচলন ব্যাপক। উদাহরণস্বরূপ- আমরা কোন আত্মীয়কে কোন অনুষ্ঠানে যদি দাওয়াত করি, কিন্তু কোন কারণে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারেনি, তবে এখন মারাত্মক ভাবে তার খবর নিই। খুব সমালোচনা ও গীবত করা যায় এবং এই মন-মানসিকতা তৈরী করে ফেলি যে, যেহেতু সে আমাদের অনুষ্ঠান বয়কট করেছে, এজন্য আমরাও তার অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবো না। আর এ ধরণের খারাপ ধারণার কারণে উভয় পরিবারে মনমালিন্য সৃষ্টি হয়ে যায় এবং সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে এই দূরত্বটা এতই মারাত্মক হয় যে, বছরের পর বছর একে অপর থেকে পৃথক থাকে। অথচ কেউ আমাদের এখানে অংশগ্রহণ না করতে পারলে তো তার ব্যাপারে সুধারণা রাখার অনেক দৃষ্টিকোণ হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ- হয়ত সে অসুস্থ হওয়ার কারণে আসতে পারেনি, হয়ত ভুলে গেছে, প্রয়োজনীয় কাজ পড়ে গেছে বা কঠিন কোন অক্ষমতা ছিলো, যার কারণে তার জন্য অসম্ভব হয়ে গেছে ইত্যাদি। সে তার অনুপস্থিতির কারণ বলুক বা না বলুক, আমাদের সুধারণা রেখে সাওয়াব অর্জন করে জান্নাতে যাওয়ার সরঞ্জাম অর্জন করতে থাকা উচিৎ।

সুধারণার ফযীলত

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: "حُسْنُ الظَّنِّ مِنْ حُسْنِ الْعِبَادَةِ অর্থাৎ সুধারনা একটি উত্তম ইবাদত।"

(সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুল আদব, বাব ফি হুসনিয-যন, ৪র্থ খন্ড, ৩৮৮ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৪৯৯৩)

www.dawateislami.net

প্রসিদ্ধ মুফাস্‌সীর হাকীমুল উম্মত, মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه এই হাদীসে পাকের প্রসঙ্গে বলেন: মুসলমানের প্রতি সুধারণা রাখা এবং তার প্রতি খারাপ ধারণা না করাও উত্তম ইবাদতের মধ্যে থেকে এক ইবাদত।

(মিরআতুল মানাযিহ, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৬২১ পৃষ্ঠা)

অবশ্য আমাদের কোন আত্মীয়-স্বজন অলসতার কারণে বা কোন কারণে অথবা ইচ্ছাকৃত ভাবে না আসে। বা আমাদেরকে দাওয়াত না করে বরং সে সরাসরি আমাদের সাথে খারাপ আচরণ করে, তখনো আমাদের আশা বাড়িয়ে সম্পর্ক অটুট রাখা উচিৎ। হযরত সায়্যিদুনা উবাই বিন কা'ব رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **মদীনার তাজেদার, শাহানশাহে আবরার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যার এটা পছন্দ হয় যে, তার জন্য জান্নাতে একটা মহল বানানো হোক এবং তার মর্যাদা বৃদ্ধি করা হোক। তার উচিৎ তার সাথে যে জুলুম করে তাকে যেন ক্ষমা করে এবং যে তাকে বঞ্চিত করে সে যেন তাকে সেটা দান করে, আর যে তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে সে যেন তার সাথে সম্পর্ক অটুট রাখে।"

(আল মুসতাদরাক লির হাকীম, ৩য় খন্ড, ১২ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩২১৫)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অনেক সময় আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সম্পর্ক হীনতা এবং সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করার কারণ তাদের মধ্যকার সামান্য ভুলের কারনে হয়ে থাকে। আমাদের কোন আত্মীয় যদি ভুলে কোন কথা বলে ফেলে বা এমন কোন কাজ করে ফেলে যা আমাদের মনের কষ্টের কারণ হয়, তবে আমরা আমাদের ত্রুটিকে পিছনে ফেলে নফস শয়তানের ধোঁকায় পড়ে আত্মীয়-স্বজনদের সাথে কথাবার্তা, লেনদেন এবং অন্যান্য কার্যাবলী ও সম্পর্ক শেষ করে ফেলি। আর তার ইটের জাওয়াব ইটে দেওয়া ও সব সময়ের জন্য তাকে বয়কট করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি। এখন ঐ বেচারা আমাদের সামনে হাত জোড় করলে বারবার ক্ষমা চাইলে অক্ষমতা প্রকাশ করলেও আমরা তাকে ক্ষমা করতে প্রস্তুত হইনা। আর আমাদেরকে যদি কেউ বুঝানোর চেষ্টা করে তাকেও নিশ্চুপ করে দিই।

অথচ আমাদের **প্রিয় আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদের একে অপরের প্রতি শত্রুতা ও ঘৃণা রাখা, সম্পর্ক ভেঙ্গে ফেলা এবং অক্ষমতা প্রকাশকারীর অক্ষমতা ফিরিয়ে দিতে নিষেধ করেছেন। যেমন-

ভাই ভাই হয়ে যাও

নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "একে অপরের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না, একে অপরের প্রতি শত্রুতা রাখবে না, হিংসা করবে না। সম্পর্ক বিচ্ছিন্নকারী হবে না এবং **আল্লাহর বান্দারা!** ভাই ভাই হয়ে যাও। মুসলমান মুসলমান ভাই ভাই। না তার উপর জুলুম করে, না তাকে বঞ্চিত করে, না তাকে অপদস্থ করে।" (মুসলিম, কিতাবুল বিররি ওয়াস সিলাহ, তাহরীম জুলুমুল মুসলিম, ১৩৮৬ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৫৬৪) অন্য আর এক জায়গায় ইরশাদ করেন: "وَمَنِ اعْتَذَرَ اِلٰى اَخِيْهِ الْمُسْلِمِ مِنْ شَيْءٍ بَلَغَهُ عَنْهُ فَلَمْ يَقْبَلْ عُذْرَهُ لَمْ يَرِدْ عَلَى الْحَوْضِ" অর্থাৎ যে কোন মুসলমান তার অক্ষমতা প্রকাশ করলো, আর সে তা গ্রহণ করলো না, তাহলে সে হাওযে কাউসারে উপস্থিত হতে পারবে না।" (মু'জামুল আউসাত, ৪/৩৭৬, হাদীস- ৬২৯৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

একই ছাদের নিচে, তারপরও অসন্তুষ্ট?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! গভীর ভাবে চিন্তা করুন! যখন একজন সাধারণ মুসলমানের সাথে ভালো ব্যবহার করার, তার প্রতি ভালবাসা রাখা। সম্পর্ক রাখা এবং তা অব্যাহত রাখার প্রতি উৎসাহ রয়েছে, তবে ঐ ব্যক্তি যার সাথে আমাদের রক্তের সম্পর্ক, উদাহরণস্বরূপ- বাবা, মা, ভাই, বোন, চাচা, ভাতিজী, মামা, ভাগনী ইত্যাদি। তাহলে তাদের সাথে তো আমাদের আরো বেশি ভালো ব্যবহার ও হিতাকাঙ্ক্ষীর মতো ব্যবহার করা উচিৎ। আর আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে আমাদের সবচেয়ে বেশি ভালো ব্যবহারের হকদার হলো আমাদের বাবা, মা, ভাই, বোন। বাবা-মা হলো তারাই যারা আমাদের লালন-পালন করেছেন, আমাদের ভালো শিক্ষা দিয়েছেন, ভালো মন্দের ব্যবহার শিখিয়েছেন, নিজে কষ্ট স্বীকার করে আমাদের প্রশান্তির ব্যবস্থা করেছেন।

অতঃপর ভাই, বোন হলো তারাই যারা আমাদের ছোটবেলার সাথী, ভাল মন্দের সময়ের বন্ধু, আর সবচেয়ে বড় কথা হলো এটাই, একই মা-বাবার সন্তান। কিন্তু আফসোস! আজকাল যদি পিতা-মাতা সন্তান থেকে অসন্তুষ্ট হয়, তখন সন্তান ও তার বাবা-মা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে দেখা যায়। বড় ভাই-বোন তার ছোটদের প্রতি অসন্তুষ্ট হলে, তখন ছোটরাও তার বড় ভাই-বোনের সাথে আদব ও সম্মান দেখাতে প্রস্তুত নন। আফসোস! সামান্য তিক্ততার উপর একই ছাদের নিচে থাকা সত্ত্বেও দীর্ঘ দিন পর্যন্ত আপন ভাই-বোনের মাঝে কথাবার্তা বন্ধ থাকে, আর যদি দূরে থাকে তো বহু মাস অনেক সময় বছর পর্যন্ত একে অপরের মুখ দেখতে চাই না।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

تُوۡبُوۡا اِلَی اللّٰہ! اَسۡتَغۡفِرُ اللّٰہ

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! পরিপূর্ণ মুসলমান হতে চাইলে, নামায এবং সুন্নাতের অভ্যাস গড়তে দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সব সময় সম্পৃক্ত থাকুন। اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ সমাজের অনেক বিপথগামী ব্যক্তি দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের বরকতে সঠিক পথে এসে ব্যাপক ভাবে নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগাচ্ছে। দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হয়ে নিজেকে বিভিন্ন মাদানী কাজের মধ্যে নিয়োজিত এক আশিকে রাসূলের মাদানী বাহার শুনি:

আমি সদায়ে মদীনা দিয়ে থাকি!

মাতরা (ভারত) এর এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা কিছুটা এরূপ, আমি একজন মডার্ণ যুবক ছিলাম। ফিল্ম, নাটক দেখাতে আমি ব্যস্ত থাকতাম। কোন উপায়ে মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত বয়ানের ক্যাসেট "টিভির ধ্বংসলীলা" শুনার সৌভাগ্য অর্জন হলো, যেটা আমার জীবন পরিবর্তন করে দিয়েছে। আমি **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেলাম। এরই মধ্যে আমার **APENDIX** এর রোগ ধরা পড়লো আর ডাক্তার অপারেশনের পরামর্শ দিলেন।

আমি ভয় পেয়ে গেলাম। এ সময় **দা'ওয়াতে ইসলামী**র একজন মুবাল্লিগের ইনফিরাদী কৌশিশের ফলে জীবনে প্রথমবার আশিকানে রাসুলের সাথে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুন্নাত প্রশিক্ষণের তিন দিনের মাদানী কাফেলার মুসাফির হয়ে গেলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰہ عَزَّوَجَلَّ মাদানী কাফেলার বরকতে অপারেশন ছাড়া আমার রোগ দূর হতে লাগল। اَلْحَمْدُ لِلّٰہ عَزَّوَجَلَّ আমার উৎসাহ উদ্দীপনায় মদীনার ১২ চাঁদ লেগে গেলো। এখন প্রতি মাসে তিনদিনের মাদানী কাফেলায় সফরের সৌভাগ্য অর্জন করে থাকি। প্রতিমাসে মাদানী ইনআমাতের রিসালা পূরণ করে তা জমা দিয়ে থাকি এবং মুসলমানদেরকে ফযরের নামাযের উদ্দেশ্যে জাগানোর জন্য অলিতে গলিতে ঘুরে ঘুরে সদায়ে মদীনা দিয়ে থাকি। (ফয়যানে সুন্নাত (উর্দু), ২৪৮ পৃষ্ঠা)

বে-আমল বা-আমল বন্‌তে হে ছর বছর, তু ভী আয় ভা-ই কর কাফিলে মে সফর।
আচ্ছি সুহবত ছে ঠান্ডা হো তেরা জিগর, কা-শ! করলে আগর কাফিলে মে সফর।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

যে তোমার থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে, তুমি তার সাথে সম্পর্ক অটুট রাখো

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত "বেহেস্ত কি কুঞ্জিয়া" খুবই ঈমান তাজাকারী কিতাব। এই কিতাবের মধ্যে নানা রঙ্গের মাদানী ফুলের কেমন কেমন মূল্যবান সুঘ্রাণ ছড়াচ্ছে। আসুন শুনি: জান্নাত কি? জান্নাত কোথায়? জান্নাত কতটি? জান্নাত বাসীদের বয়স কত হবে? জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার আমল কোন্‌টি কোন্‌টি? কুরআন তিলাওয়াতের বরকত, শাহাদাতের মর্যাদা পাওয়ার সহজ পদ্ধতি, মুসলমানদের দোষ গোপনীয়তার ফযীলত, মানুষের ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করার ফযীলত, আরো অনেক দ্বীনি জ্ঞানে ভরপুর এই কিতাব মাকতাবাতুল মদীনা থেকে হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করা যাবে। এ সুন্দর কিতাবের মধ্যে শায়খুল হাদীস হযরত আল্লামা মাওলানা আব্দুল মুস্তফা আযমী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْه তাদের অবস্থার প্রতি ঈঙ্গিত করে বলেন: বর্তমান যুগে সামান্য সামান্য এই ধরণের কথাই এটা বলে ফেলে যে, আমি আজ থেকে তোমার ভাই নই এবং তুমি আমার বোন না। এভাবে ভাই ভাইকে বলে ফেলে, আমি আজ থেকে তোমার ভাই না, তুমি আমার ভাই না।

এটা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন অর্থাৎ সম্পর্ককে ছিন্ন করা, যেটা হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ। এজন্য প্রত্যেক মুসলমানের সব সময় এটা মনে রাখা উচিত যে, কোন আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক যেনো ছিন্ন না করে। বরং সব সময় এই প্রচেষ্টায় রত থাকে যে, আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা থাকে এবং কখনো যেনো সম্পর্ক ছিন্ন হতে না পারে। কিছু লোক এটা বলে থাকে যে, যে আত্মীয় আমাদের সাথে সম্পর্ক রাখে আমরাও তাদের সাথে সম্পর্ক রাখবো, আর যে আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে আমরাও তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবো। এটা বলা এবং এই পদ্ধতিটাও ইসলামের পরিপন্থী। (আরো বলেন) আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করার একটা পদ্ধতি জায়েয, আর সেটা হলো এটাই যে শরীয়াতের ব্যাপারে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করা। উদাহরণস্বরূপ- কোন আত্মীয় যদিও সে খুবই নিকট আত্মীয় হোক না কেন যদি সে মুরতাদ অর্থাৎ ইসলাম থেকে ফিরে যায় বা পথভ্রষ্ট অথবা ধর্মদ্রোহী হয়ে যায়, তবে তার সাথে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে ফেলা ওয়াজীব। বা কোন আত্মীয় কোন কবীরা গুনাহে লিপ্ত এবং নিষেধ করা সত্ত্বেও সে সেটা থেকে ফিরে আসছে না বরং নিজের কবীরা গুনাহের উপর ইচ্ছাকৃত ভাবে আড়াল হয়ে আছে, তবে তার থেকেও সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করাটা জরুরী। কেননা, তার সাথে সম্পর্ক রাখা এবং সাহায্য করা মানেই হলো তার কবীরা গুনাহের মাঝে অংশগ্রহণ করা, আর এটা কখনো জায়েয নেই। (বেহেস্ত কি কুঞ্জিয়া, ১৯৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা, জোরাজোরি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আত্মীয়-স্বজনদের অধিকার আদায়ার্থে এবং তাদের সাথে আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা অবশ্যই সৌভাগ্যের বিষয়। কিন্তু আমাদের এর পরিপূর্ণ উপকার তখনো সৌভাগ্য হবে যে, যখন আমরা অন্তর থেকে এই নেকীটি সম্পাদন করবো। আফসোস! এখন আত্মীয়তাটা শুধুমাত্র নামেই রয়েছে এবং আজকাল আত্মীয়তার বন্ধন করা এক জোর পূর্বক হয়ে গেছে। কিছু লোক প্রকাশ্য ভাবে খুবই সামাজিক মনে হয়, কিন্তু তার বুক মুসলমানদের প্রতি ঘৃণায় ভরপুর।

অনেক নির্বোধ নফস শয়তানের ধোঁকায় পড়ে ব্যক্তিগত ওযুহাতে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে। আর বন্ধুদের কাছে মনখুলে খরচ করে, কিন্তু আহ! নিজের বাবা, মা, ভাই, বোন, চাচা, ভাতিজা, ভাগিনী ইত্যাদির অধিকার আদায়ের প্রতি একেবারে অলস। বিয়ের অনুষ্ঠান হোক বা মোবারক দিনের আগমন হোক। বুযুর্গদের ইছালে সাওয়াবের ফাতিহার গুরুত্ব থেকে বা ইজতিমা ও যিকির নাত মাহফিল হোক। অনেকের কার্যকলাপ এমন হয়ে থাকে যে, তারা এগুলোতে তাদের আত্মীয়-স্বজনদের দাওয়াত দিতে ব্যথিত হয়। অথবা তাদের ঘরে খাবার ইত্যাদি পাঠিয়ে দেয়, যে তাদেরকে তাদের অনুষ্ঠানে আহ্বান করে বা যে সমস্ত আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকে তাদের উপকার সাধন হয়। এছাড়া যে সমস্ত আত্মীয়-স্বজন তাদের কাজে আসে না বা বেচারা গরীব ও অসহায় হওয়ার কারণে তাদেরকে তাদের অনুষ্ঠানে ডাকে না, তখন এ ধরণের কে তাদের অনুষ্ঠানে ডাকা তো দূরের কথা তাদের থেকে দোয়া ও সালামের সম্পর্ক পর্যন্ত রাখতে তার ইচ্ছা পোষণ করে না। এই ভাবে যাকাতের হকদার আত্মীয়-স্বজনদেরকে ভিন্ন চোখে দেখে থাকে। এমনকি কিছু পরিবারের মধ্যে ব্যক্তিগত শত্রুতায় তাদের মৃত্যুর ব্যাপারে কাফন-দাফন, জানাযার নামায ও সমবেদনার ক্ষেত্রে উদাসীন হয়ে থাকে। মোটকথা আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে এখন প্রাথমিক অবস্থার একনিষ্ঠতা ও ভালবাসা এবং হিতাকাঙ্ক্ষীতার উৎসাহ একেবারেই শেষ হতে দেখা যাচ্ছে। কেননা, আমরা তাদের মাঝে নিজেরাই কঠিনতর দরজা বন্ধ করে দিয়েছি। এমন করুণ পরিস্থিতি দেখে এ ধারণা করতে একটুও সমস্যা হবে না যে, প্রকৃত আত্মীয়তার বন্ধনকে এখন বোঝা মনে করছে।

ভাই এক মত মারনা ঘর বার কা,
ওয়ার না হোগা মুসতাহিক তো নার কা।

নিকট আত্মীয়দের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করা এবং সমস্যার মধ্যে তার কাজ না আসার তিরষ্কারের উপর কিছু শিক্ষণীয় হাদীস শরীফ শুনুন! **আল্লাহ্ তাআলার** ভয়ে কেপে উঠুন এবং নিকট আত্মীয়-স্বজনদের সাথে ভালো আচরণ করার নিয়্যত করে নিন।

(১) "হে উম্মতে মুহাম্মদ (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)! কসম ঐ সত্তার! যিনি আমাকে সত্যসহকারে প্রেরণ করেছেন। **আল্লাহ্ তাআলা** ঐ ব্যক্তির সদকা কবুল করেন না, যার আত্মীয়-স্বজন তার কল্যাণের মুখাপেক্ষী, আর সে অন্যদেরকে দেয়। কসম ঐ সত্তার! যার কুদরতী হাতে আমার প্রাণ! **আল্লাহ্ তাআলা** এ ধরণের ব্যক্তিদের প্রতি রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না।"

(মাজমাউয যাওয়ায়েদ, কিতাবুয যাকাত, বাবুস সদকা, ৩/২৯৭, হাদীস- ৪৬৫২)

(২) "যে ব্যক্তি তার নিকট আত্মীয়-স্বজনদের কাছে এসে তার প্রয়োজনের চেয়ে বেশি ঐ জিনিস চায়, যা **আল্লাহ্ তাআলা** তাকে দান করেছেন, কিন্তু সে তাতে কৃপণতা করে, তবে **আল্লাহ্ তাআলা** জাহান্নাম থেকে একটি সাপ বের করবেন, যার নাম শূজা হবে। সে জিহ্বাকে নাড়বে, আর ঐ ব্যক্তির গলায় হাঁরে পরিণত হবে।" (মুজামুর আওসাত, ৪/১৬৭, হাদীস- ৫৫৯৩)

(৩) "যেই গুনাহের শাস্তি দুনিয়াতে তাড়াতাড়ি দিয়ে দেওয়া হয় এবং তার জন্য আখিরাতেও শাস্তির স্তুপ রয়েছে। আর তা হলো; শত্রুতা ও সম্পর্ক ছিন্নের চেয়ে বড় কিছু নয়।" (তিরমিযী, কিতাব সিফাতুর কিয়ামাহ, বাব ১২২, ৪/২২৯, হাদীস- ২৫১৯)

সম্পর্ক ছিন্ন করার শাস্তি

হযরত সায়্যিদুনা ফকীহ আবুল লাইছ সমরকন্দি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه তাম্বীহুল গাফেলীনে বর্ণনা করেন; হযরত সায়্যিদুনা ইয়াহইয়া বিন সুলাইম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: মক্কায়ে মুকার্‌রমা زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا এর মধ্যে খোরাসানের এক নেককার ব্যক্তি ছিলো, মানুষ তার কাছে আমানত রাখতো। এক ব্যক্তি তার কাছে দশ হাজার মুদ্রা আমানত রেখে তার প্রয়োজনীয় কোন সফরে চলে গেলো। যখন সে ফিরে আসলো, তখন ঐ খোরাসানের ব্যক্তিটার ইন্তেকাল হয়ে গেলো। তার পরিবারের কাছে তার আমানতের ব্যাপারে জিজ্ঞাস করলো, তারা কিছু জানে না বললো। আমানত গচ্ছিতকারী মক্কার আলীমদের কাছে জিজ্ঞাসা করলো যে, আমার কি করা উচিৎ? তারা বললো: আমরা ধারণা করছি যে ঐ খোরাসানী জান্নাতী, তুমি এটা করো যে, মধ্য রাত বা রাতের শেষ ভাগ শেষ হওয়ার পর যমযম কূপে গিয়ে তার নাম নিয়ে ডাক দিবে আর তার থেকে জিজ্ঞাসা করবে।

সে তিন রাত এরূপ করলো, কিন্তু সেখান থেকে কোন জাওয়াব আসলো না। তার পর সে পুনরায় গিয়ে আলীমদের জানালো, তারা إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ পড়ে বললো: আমাদের ভয় হচ্ছে সে হয়তো জান্নাতী নয়। তুমি ইয়েমেন চলে যাও, সেখানে বুরহুত নামক উপত্যকায় একটি কূপ রয়েছে, সেখানে পৌঁছে একই ভাবে ডাকবে। সে এরূপই করলো, তখন প্রথমবারেই ডাকে সাড়া আসলো: আমি সেটা ঘরের অমুক জায়গায় দাফন করে রেখেছি। আর আমি আমার ঘরের সদস্যদের কাছেও আমানত রাখিনি, আমার ছেলের কাছে যাও ঐ জায়গাটি খনন করো পেয়ে যাবে। অতঃপর সে এরূপই করলো এবং সম্পদ পেয়ে গেলো। আমি তাকে বললাম: তুমি তো অনেক নেককার, এখানে কিভাবে পৌঁছে গেলে? সে বললো: আমার কিছু আত্মীয়-স্বজন খোরাসানে ছিলো, যাদের সাথে আমি সম্পর্ক ছিন্ন করে রেখেছিলাম। ঐ অবস্থায় আমার মৃত্যু এসে গেলো, এ কারণে **আল্লাহ্ তাআলা** আমাকে এই শাস্তি দেন, আর ঐ জায়গায় পৌঁছে দেন। (তাম্বীহুল গাফেলীন, ৭২ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! গভীর চিন্তা করুন! আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা কি পরিমাণ খারাপ জিনিস। এর কারণে অনেক নেকীর প্রতিদান নষ্ট হয়ে যায় এবং আখিরাতে **আল্লাহ্ তাআলার** রহমত থেকে দূরে থাকার সম্মুখীন হতে হয়। আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি অকল্যাণকারীদের দিকে **আল্লাহ্ তাআলা** রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না। সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও আত্মীয়-স্বজনদের প্রয়োজনীয়তা অপূর্ণকারীর উপর জাহান্নাম থেকে একটি বড় সাপ পেচিয়ে দেওয়া হবে। যেটা সম্পর্ক বিচ্ছিন্নকারীর উপর গলার হাঁরে পরিণত হবে। আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সম্পর্ক বিচ্ছিন্নকারীকে আখিরাতের পাশাপাশি দুনিয়ার মধ্যেও শাস্তি দেওয়া হবে।

গুনাহ বে আদদ আউর জুরম ভি হে লা তা-দাদ,
মুয়াফ করদে না ছহ্ পায়োঁগা সাযা ইয়া রব! (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৭৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাধারণ যে আত্মীয়-স্বজনের সাথে উঠা-বসা ও মেলামেশা বেশি, তবে তাকে কষ্ট ও অসন্তুষ্টির সম্মুখীন হতে হয়। অতঃপর ভাই বোন একে অপরের খুব নিকটবর্তী হয়। এজন্য একে অপরের মাঝে সম্পর্ক নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনাও বেশি। কিন্তু যদি আমরা শরীয়াতের অনুসরণ ও রীতিনীতিকে আঁকড়ে রাখি, তবে اِنْ شَآءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ এই তিক্ততা ও অসন্তুষ্টির দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। বড় ভাই-বোনের উপর ছোটদের কি হক এবং ছোটদের উপর বড় ভাই বোনদের কি হক রয়েছে? আসুন! এটাও শুনি **আল্লাহ্ তাআলা** আমাদের আমল করার তাওফিক দান করুন। আমীন

বড় ভাই-বোনদের উপর ছোট ভাই ও বোনের হক ও আদব:

বড় ভাই ও বড় বোনের উপর ছোট ভাই ও বোনের হক সমূহ হলো:

(১) মা-বাবার মৃত্যুর পর ছোট ভাই বোনকে লালন-পালন করা এবং তাদের ভালো শিক্ষা দেওয়া।

(২) তাদের জীবনের প্রয়োজনীয়তা পূর্ণ করা আর সকল সমস্যার সময় তাদের পাশে থাকা এবং যতটুকু সম্ভব তাদের অভাব পূরণ ও মন খুশী করা।

(৩) বাবা-মা জীবিত অবস্থায়ও তাদের প্রতি নম্রতা ও ভালবাসা প্রদর্শণ করা।

(৪) গীবত, চুগলখোরী, খারাপ ধারণা এবং সাধারণ মুসলমানের প্রতি হিংসা হারাম। আর তাদের প্রতি সর্বোচ্চ পর্যায়ের নাজায়েয।

(৫) শরীয়াত অনুসারে তাদের কাছে সংগঠিত ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দেওয়া এবং সব সময় তাদের প্রতি নম্রতা প্রদর্শণ করা।

ছোট ভাই বোনদের উপর বড়দের হক ও আদব:

এভাবে ছোট ভাই বোনদের উপর বড়দের হক ও আদব সমূহ হলো:

(১) তাদের সম্মান করতে গিয়ে যথোপযুক্ত মর্যাদা দেওয়া।

(২) মা-বাবার অবর্তমানে তাদের মা-বাবার মর্যাদা দেওয়া, অন্যথায় তাদেরকে নিজের পথ প্রদর্শক মনে করা।

(৩) যতটুকু সম্ভব তাদের বৈধ হুকুমের উপর আমল করার চেষ্টা করা।

(৪) নিজের পক্ষ থেকে সংগঠিত হওয়া ভুলের জন্য নিজেই বড়দের কাছে ক্ষমা চাওয়া।

(৫) তাদের মনে কষ্ট দেওয়া থেকে বাঁচার চেষ্টা করা।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি আমরাও এ মাদানী ফুল সমূহের উপর আমল করার চেষ্টা করি, তবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এর বরকতে ভাই-বোনের মধ্যে অসন্তুষ্টি এবং তাদের মধ্যে তৈরী হওয়া দূরত্ব থেকে যথেষ্ট পরিমাণ মুক্তি পাওয়া যাবে। অনেক সময়তো এমনও হয়ে থাকে, দুই নিকটতম আত্মীয় একে অপরের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে যায় এবং চেষ্টা করার পরেও একে অপরের মধ্যে সংশোধন করতে পারে না। এমন পরিস্থিতিতে আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে প্রত্যেকের কাছ থেকে কিছু সময় কিভাবে তৈরী করে রাখবে এবং দু'জনকে কিভাবে খুশি রাখা যায়? এটা একটা দুশ্চিন্তার বিষয়। আসুন! এ ব্যাপারে ফতোওয়ায়ে রযবীয়া শরীফ থেকে সঠিক দিশা নিই:

হিকমতে ভরপুর জবাব

যেমন- আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ ওয়া খাঁন رَحْمَةُ الله تَعَالٰى عَلَيْهِ এর দরবারে কৃত প্রশ্নের উত্তরের সারাংশ এটা যে, তিনি বলেন: আলীমের এই মাসায়ালার মধ্যে যে, যায়েদের এক বড় চাচা ও এক বোন আছে। যায়েদ তার বোন ও বড় চাচার সাথে সাক্ষাৎ করে। কিন্তু এখন যায়েদের বোন ও বড় চাচার সাথে কঠোর মনমালিন্য হলো এবং যায়েদের বোন তার ছোট ভাই যায়েদকে এটা বলে যে, যদি তুমি বড় চাচার সাথে সাক্ষাৎ করো, তাহরে আমি তোমার সাথে সাক্ষাৎ করবো না। এর মধ্যে যায়েদের বিয়ের সময় নিকটবর্তী হয়ে গেলো এবং যায়েদের বোনের বক্তব্য হলো: যদি বড় চাচাকে বিয়েতে দাওয়াত করো, তাহরে আমি এতে অংশগ্রহণ করবো না। এমন পরিস্থিতিতে বড় চাচার মনে কষ্ট পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আর যদি বড় চাচাকে দাওয়াত দেওয়া হয়, তবে বোনের মনে কষ্ট পাবে। এমন পরিস্থিতিতে যায়েদের কি করা উচিৎ? যায়েদ কি নিজের বোনের কথা শুনে বড় চাচাকে বিয়েতে দাওয়াত করবে না, নাকি নিজের বোনকে ছেড়ে নিজের বড় চাচাকে দাওয়াত দিবে?

সায়্যিদী আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর জবাব দিতে গিয়ে বলেন: বোন ও চাচা উভয়ই নিকটতম আত্নীয়। কারো সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা জায়েয নেই। যায়েদের উচিৎ তার বোনকে যেভাবেই সম্ভব রাজি করাবে। যদিও গোপনীয় ভাবে আপন চাচাকে বিয়েতে অংশগ্রহণের জন্য দাওয়াত দিবে এবং তার বোনকে যেন বলে দেয় যে, আমার পক্ষ থেকে তোমার সব কথা কবুল। না তাকে ডাকবো, না অংশগ্রহণ করাবো। কিন্তু এতটুকু অবশ্যই তোমার কাছ থেকে চাইবো যে, সে যদি আপনা আপনি চলে আসে, তখন এতে আমার উপর অসন্তুষ্ট হতে পারবে না। সে তোমার ও আমার দু'জনেরই বাবার মতো। কোন অপরিচিত ব্যক্তিও যদি দাওয়াত ছাড়া চলে আসে, তবে তাকে বের করে দেওয়া অসভ্য আচরণ। আর বড় চাচাতো বাবার স্থলাভিসিক্ত। মোটকথা সত্য মিথ্যা বলে উভয়কে রাজি করার মধ্যেও সাওয়াব রয়েছে। যায়েদের পক্ষ থেকে তার বোনের প্রতি বাক্য "আমি তাকে আমন্ত্রণ করবো না" বলার উদ্দেশ্য আমি নিজে তাকে আমন্ত্রণ করতে যাবো না। যদি ব্যক্তি চিঠি পাঠিয়ে দেয়, তিনি চলে আসার এই উদ্দেশ্যও না যে, তিনি পায়ে হেটে চলে আসবে না, না আমি তাকে উঠিয়ে নিয়ে আসবো, দু'টিই বুঝাচ্ছে। সত্য মিথ্যার দ্বারা উদ্দেশ্য যেটার প্রকাশ্যটা মিথ্যা আর উদ্দেশ্যগত অর্থ সত্য যেটাকে আরবীতে توریه তাওরিয়া বলা হয়। হাদীসের ফরমান রয়েছে: "اِنَّ فِي الْمَعَارِيضِ لَمَنْدُوحَةً عَنِ الْكَذِبِ۔ অর্থাৎ নিঃসন্দেহে ইশারায় কথাবার্তা মিথ্যা থেকে মুক্তি।"

(আস সুনানুল কুবরা, কিতাবুস শাহাদাত, বাবুল মায়্যরিদ ফিহা মানদোহা, ১০/৩৩৬, হাদীস- ২০৮৪৩)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! সায়্যিদী আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه প্রশ্নকারীকে শরীয়াতের প্রয়োজন অনুসারে তাওরিয়ার প্রতি উৎসাহিত করেছেন। শরীয়াতের অক্ষমতার উপর ভিত্তি করে মানুষ তাওরিয়া করে মিথ্যা থেকে বেঁচে যায়। কিন্তু স্মরণ রাখবেন! তাওরিয়া করার বিশেষ দিক রয়েছে। প্রয়োজন ছাড়া তাওরিয়া করা শরয়ী ভাবে জায়েয নেই। যেমন ভাবে সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা, মুফতী আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: তাওরিয়া অর্থাৎ শাব্দিক যেটা প্রকাশ্য অর্থ রয়েছে সেটা ভুল, কিন্তু বক্তা অন্য অর্থ নেয় যেটা সঠিক। এমনটি করা কোন প্রয়োজন ছাড়াই জায়েয নেই। যদি প্রয়োজন হয় তবে জায়েয।

তাওরিয়ার উদাহরণ এটাই যে, তুমি কাউকে খাবার খাওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ করেছো, সে বলল: আমি খাবার খেয়ে নিয়েছি। এটার প্রকাশ্য অর্থ এটাই যে, এই মূহুর্তের খাবার খেয়ে নিয়েছি। কিন্তু সে যদি এটা উদ্দেশ্য নেয় যে, আমি সব খেয়ে নিয়েছি, এটা মিথ্যার মধ্যে প্রবেশ হবে। (এজন্য এখানে তাওরিয়া করাটা জায়েয হবে না)

(বাহারে শরীয়াত, ১৬তম খন্ড, ৩/৫১৮)

ফতোওয়ায়ে রযবীয়ার প্রশ্নের জবাবে এটাও জানা গেলো যে, কোন এক আত্মীয়ের কথার দ্বারা শরয়ী কারণা ছাড়া অন্য আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করা শরীয়াতে নিষেধ। সাধারণত এমন পরিস্থিতিতে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা কঠিন হয়ে যায় এবং বড় বড় পা পর্যন্ত এ বক্রতায় এসে টলমল হয়ে যায়। কিন্তু সাহসের মাধ্যমে কাজ গ্রহণ করুন, **আল্লাহ্ তাআলার** রহমতের প্রতি দৃষ্টি রাখুন এবং এ হাদীসে পাকে; "হিকমত মু'মিনের গোপন হাতিয়ার।" (তিরমিযী, কিতাবুর ইলম, বাব মা-জা ফি ফদলিল ফিকহী আলাল ইবাদাহ, ৪/৩১৪, নং- ২৬৯৬) দৃষ্টিতে রেখে হিকমতে আমলী ও আমানতদারীতার সাথে এমন পদ্ধতি গ্রহণ করার চেষ্টা করুন যে, যাতে উভয় পক্ষে সংশোধন হয়ে যায় এবং কারো হক নষ্ট না হয়। কেননা, কোন এক পক্ষের কথা মেনে নিলে অবশ্যই সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যাবে, যেটা নাজায়েয ও হারাম। আর এমন হুকুম মানা শরীয়াতে জায়েয নেই, যার কারণে **আল্লাহ্ তাআলার** নাফরমানি হয়ে যায়। যেমন ভাবে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্সাম, রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِيْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ" অর্থাৎ **আল্লাহ্ তাআলার** অসন্তুষ্টিতে কোন সৃষ্টির অনুসরণ জায়েয নেই।" (মু'জামুল কবীর, ১৮/১৭০, হাদীস- ৩৮১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

রিসালা "তৎক্ষণাৎ ফুফীর সাথে সন্ধি করে নিলেন" এর পরিচিতি:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বাবা-মা, ভাই-বোন এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সুন্দর আচরণ, সেবা ও আত্মীয়দার বন্ধনের মাদানী চিন্তা তৈরীর জন্য শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর লিখিত রিসালা-

“তৎক্ষণাৎ ফুফীর সাথে সন্ধি করে নিলেন” এর অধ্যয়ন করলে খুব উপকার হবে। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ এই রিসালার মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধনের পরিচয়, সর্বোত্তম লোকদের বৈশিষ্ট্য, আত্মীয়তার বন্ধনের ৭টি মাদানী ফুল, আত্মীয়-স্বজনদের সাথে ভালো আচরণের পদ্ধতি, সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করার শাস্তি, ভালো ধারণা রাখার পদ্ধতি, আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞানের অমূল্য রত্ন রয়েছে। সে জন্য আজই এই রিসালাটি মাকতাবাতুল মদীনার ষ্টল থেকে হাদিয়ে দিয়ে সংগ্রহ করে নিজে তা অধ্যয়ন করুন এবং অন্য ইসলামী ভাইকেও উৎসাহিত করুন। দা’ওয়াতে ইসলামীর ওয়েব সাইট **www.dawateislami.net** থেকে এই রিসালা পাঠ করা যাবে, ডাউনলোড ও প্রিন্ট আউটও করা যাবে।

বয়ানের সারাংশ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজকের বয়ানে আমরা শুনলাম; আত্মীয়তার বন্ধনের উদ্দেশ্য হলো আত্মীয়দের সাথে ভালো ব্যবহার করা।

- আত্মীয়দের সাথে ভালো ব্যবহারের বরকতে রিযিক, সম্পদ ও বয়সে বরকত হয়।
- আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতিম, নিঃস্বদের সাথে ভালো আচরণের মাধ্যমে কুরআনের হুকুমের উপর আমল করে সাওয়াবের স্তুপ জমা করা যাবে।
- আত্মীয়তার বন্ধনের বরকতে অনেক পরিবারের ঝগড়া বন্ধ হয়ে ঘরের তিক্ততা নিঃশেষ করা যায়।
- কোন মুসলমানের পক্ষ থেকে ক্ষমা প্রথমে আসরে শরয়ী করাণ ছাড়া ক্ষমা না করলে কিয়ামতের দিন হওজে কাওসারের উপস্থিতি থেকে বঞ্চিত হবে।
- শরয়ী কারণ ছাড়া সম্পর্ক নষ্ট করা হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ। এজন্য আমাদের নিজেকে বাঁচাতে হবে এবং অন্যান্য মুসলমানদেরও এর থেকে বাঁচার উৎসাহ অব্যাহত রাখতে হবে।
- আত্মীয়তার বন্ধনের বরকতে আমাদের অনেক গরীব, নিঃস্ব, অসহায় আত্মীয়-স্বজন আমাদের সামান্য নম্রতা ও ভালবাসার কারণে বিয়ে, ঈদের মতো খুশিতে আমাদের সাথে সম্পৃক্ত হতে পারে।

❁ শরয়ী কারণ ছাড়া আত্মীয়-স্বজনদের সাথে কল্যাণ না করে প্রচুর সদকা করলেও **আল্লাহ্ তাআলার** রহমতের দৃষ্টি থেকে বঞ্চিত থাকে।

❁ নিকট আত্মীয়-স্বজনের কটু কথা সহ্যকারী ও তাদের তিক্ত কথা সহজে গ্রহাণকারী এবং সম্পর্ক বহাল রাখার জন্য তাদেরকে জোর প্রয়োগকারী নিজেকে ছোট মনে করে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে **আল্লাহ্ তাআলার** মহান দরবারে সে মহান মর্যাদা অর্জন করে।

আমাদেরও উচিৎ সামনে আসা কষ্টকে আখিরাতের পুরস্কারের বদলাস্বরূপ গ্রহণ করে নেওয়া এবং নিকট আত্মীয় ও অন্যান্য মুসলমানদের সাথে সুন্দর আচরণ করা। **আল্লাহ্ তাআলা** আমল করার তাওফিক দান করুক।

اٰمِین بِجاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

১২ মাদানী কাজের মধ্যে একটি মাদানী কাজ “সদায়ে মদীনা দেওয়া”

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নেকীর দাওয়াত ব্যাপক করতে যেলী হালকার ১২ মাদানী কাজের মধ্যে বড় ছোট অংশ নিন। ঐ ১২ মাদানী কাজের একটি মাদানী কাজ প্রতিদিন “সদায়ে মদীনা দেওয়া”। দা’ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে মুসলমানদেরকে ফজরের নামাযের জন্য জাগানোকে সদায়ে মদীনা বলা হয়। যেহেতু আজ মুসলমান ধর্ম থেকে অনেক দূরে, আর এই দূরত্বটা দিনের পর দিন বেড়েই চলছে। আর মানুষ আখিরাতের চিন্তা থেকে উদাসীন হয়ে দুনিয়ায় মগ্ন। সুন্নাত ও নফল আদায় করা তো দূরের কথা, অধিকাংশই ইচ্ছাকৃত ভাবে ফরয নামায ছেড়ে দেয়। এ কারণে আমাদের মসজিদ শূণ্য। এমন পরিস্থিতি সেগুলো পূনরায় আবাদ করার সংকল্প করা ও তা পরিপূর্ণ করার জন্য প্রচেষ্টা করা নিঃসন্দেহে সৌভাগ্য থেকে কম নয়। আপনাদের কাছে আবেদন; আপনারও মসজিদকে আবাদ করার চেষ্টা করুন। বিশেষ করে ফজরের নামাযের জন্য অধিক থেকে অধিকতর সদায়ে মদীনা দিন এবং মসজিদ সমূহ আবাদ করার জন্য দা’ওয়াতে ইসলামীর সাথে থাকুন। বর্ণিত রয়েছে; আমীরুল মু’মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুক আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর এটা আমল ছিলো যে, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ লোকদেরকে নামাযের জন্য জাগাতেন।

যখন ফজরের নামাযের জন্য আসতেন, রাস্তায় লোকদেরকে নামাযের জন্য জাগিয়ে আসতেন। এমনকি ফজরের আযানের পর যদি মসজিদে কেউ শুয়ে থাকতো তখন তাকেও জাগাতেন। (তবকাতুল কুবরা, যিকিরে ইসতিখলাফে ওমর, ৩/২৬৩)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

কথাবার্তা বলার গুরুত্বপূর্ণ মাদানী ফুল:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর রিসালা "১০১ মাদানী ফুল" থেকে কথাবার্তা বলার কিছু গুরুত্বপূর্ণ মাদানী ফুল শুনি: ❁ মুচকি হেসে ও উৎফুল্লতার সাথে কথাবার্তা বলুন, ❁ মুসলমানের মন খুশি করার নিয়্যতে ছোটদের সাথে স্নেহ ভরা এবং বড়দের সাথে শ্রদ্ধার ভাব রাখুন اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ সাওয়াব অর্জনের সাথে সাথে উভয়ের নিকট আপনি সম্মানিত হবেন, ❁ চিৎকার করে কথাবার্তা বলা যেমন আজকাল বন্ধু মহলে হয়ে থাকে এটা সুন্নাত নয়, ❁ চাই একদিনের বাচ্চাও হোক না কেন ভাল ভাল নিয়্যতে তাদের সাথেও আপনি জনাব করে কথাবার্তা বলার অভ্যাস করুন আপনার চরিত্রও উত্তম হবে সাথে সাথে বাচ্চাও ভদ্রতা শিখবে, ❁ কথাবার্তা কালীন পর্দার স্থানে হাত লাগানো, থুথু ফেলতে থাকা, আঙ্গুলের মাধ্যমে শরীরের ময়লা পরিস্কার করা, অন্যজনের সামনে বারবার নাক স্পর্শ করা কিংবা নাকে বা কানে আঙ্গুল প্রবেশ, ভাল অভ্যাস নয়। এগুলোর মাধ্যমে অন্যান্যদের ঘৃণার সৃষ্টি হয়, ❁ যতক্ষণ দ্বিতীয় ব্যক্তি কথা বলবে মনোযোগ সহকারে শুনুন, তার কথা কেটে নিজের কথা শুরু করা সুন্নাত নয়, ❁ কারো সাথে কোন কথাবার্তা বলতে কোন সঠিক উদ্দেশ্য থাকা চাই, সর্বদা শ্রোতার যোগ্যতা ও মনমানসিকতা অনুযায়ী কথাবার্তা বলা উচিত, ❁ খারাপ আলাপ ও অশ্লীল কথাবার্তা থেকে সর্বদা দূরে থাকুন গালি গালাজ থেকে বিরত থাকুন। মনে রাখবেন, কোন মুসলমানকে শরীয়াতের অনুমতি ছাড়া গালি দেওয়া অকাট্য হারাম। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়াহ, ২১তম খন্ড, ১২৭ পৃষ্ঠা) এবং অশ্লীল কথাবার্তা কারীর জন্য জান্নাত হারাম। **নবীগণের সরদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "ঐ ব্যক্তির জন্য জান্নাত হারাম, যে ব্যক্তি অশ্লীল কথাবার্তার মাধ্যমে কাজ সম্পাদন করে।"

(কিতাবুস সামত মাআ মাওসূআতুল ইমাম ইবনে আবিদ দুনিয়া সম্বলিত, ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠা ২০৪, হাদীস নং- ৩২৫)

অসংখ্য সুন্নাত শিখার জন্য **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত ২টি কিতাব (১) ৩১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **“বাহারে শরীয়াত”** ১৬তম খন্ড (২) ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **‘সুন্নাত ও আদব’** হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষনের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে **দা’ওয়াতে ইসলামী**র **মাদানী কাফেলায়** আশেকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

লুঠনে রাহমাতে চলে কাফিলে মে চলো, হোঁ হাল মুশকিলে চলে কাফিলে মে চলো।
সিখনে সুন্নাতে চলে কাফিলে মে চলো, খতম হোঁ শা-মতে চলে কাফিলে মে চলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

দা’ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও দোয়া সমূহ

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ
الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্সম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ’লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِہٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।” (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুল হাদীয়াতু আশারা, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের সত্তরটি দরজা:

صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের সত্তরটি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِیْ عِلْمِ اللّٰہِ

صَلَاۃً دَآئِمَۃً بِدَوَامِ مُلْکِ اللّٰہِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ کَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰی لَہٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযূরে আনওয়ার** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে,

এ সম্মাণিত লোকটি কে! যখন তিনি চলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে,তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজিব হয়ে যায়।"

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দোয়া, ২,৩২৯, হাদীস নং- ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী:

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।"

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ,কিতাবুল আদইয়াহ,বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীস নং- ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেল:

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু আল্লাহ ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র,যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেল। (তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)